

রাজনীতিবিদদের বালখিল্য

কাজী জহিরুল ইসলাম

দুর্গন্ধ ছড়ায় বেশি। ছোটবেলা থেকেই এই কথাটি শুনে আসছি। ২০০৬ সালে ড. ইউনুসের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বাঙালী জাতির জন্য যে কত বড় একটি ঘটনা, তা কেবল বাঙালী হৃদয়ই বুঝতে পারে। এতবড় বাঙালী সুঘ্রাণ পৃথিবীর বাতাসে তেমন জোরে-সোরে ছড়াচ্ছে না। বরং ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে দেশব্যাপী যে অরাজক পরিস্থিতি তৈরী হলো এই দুর্গন্ধ সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। লিফটে দেখা হলো টুনজাই আরফেন্দীর সঙ্গে। তুর্কি নাগরিক টুনজাই আমাদের রেসিডেন্ট অডিটর। আমার একজন ভালো বন্ধু। দেখা হতেই বলে উঠলো, থ্যাঙ্কস গড তুমি অক্ষত ফিরে আসতে পেরেছো। প্রথমে আমি কথাটার অর্থই বুঝতে পারিনি। আমি যখন কোন কথা না বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তখন ও বললো, না মানে আমি তখন গ্রীসে। তুমি যে ছুটিতে বাংলাদেশে গেছো এটাতো আমি জানিই। বিবিসিতে দেখলাম, তোমাদের শহরে আগুন জ্বলছে, অনেক লোকও মারা গেছে।

আমার আরেক সহকর্মী ভূটানের নাগরিক সোনম পেলডেনও ঠিক একই কথা বললো, কেন এমন হলো? কি নিয়ে উত্তেজনা? বাংলাদেশে কি আরেকটি ইউএন মিশন হবে? আমি খুব বিরক্ত হলাম ওর কথা শুনে। ওর কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাঁচটা প্রশ্ন করলাম, এ বছর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছে জানো? ও বললো, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের ড. ইউনুস, কংগ্রেসলেশন্স। একই প্রশ্ন আমি টুনজাইকেও করেছি। টুনজাই অবশ্য শান্তিতে নোবেল পাওয়া শহরের অশান্তি নিয়ে বেশ একটু রসিকতাই করলো। ও করলো রসিকতা কিন্তু আমার গায়ে পড়লো ফোসকা। আসলে টুনজাই কিংবা সোনমের কী দোষ। সেই যে অতি পুরোনো প্রবাদ, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করাই কঠিন। আজ শান্তিতে নোবেল বিজয়ী'র শহরের চরম অশান্তি দেখে কেবল সেই কথাটিই মনে পড়ছে। মনে হয় বড় কোন প্রাপ্তির সম্মান আমরা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবো না।

জ্ঞান হবার পর থেকেই স্বপ্ন দেখে আসছি, একদিন এক বিশ্বজয়ী মানুষের আবির্ভাব ঘটবে এই দেশে। তিনি আমাদের জন্য সাগর মহাসাগর পেরিয়ে, পাহাড়-অরণ্য পেরিয়ে, মেঘলোকের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে এই হতাশাগ্রস্ত জাতির জন্য বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত স্বীকৃতি, সবচেয়ে নন্দিত পুরস্কার নোবেল নিয়ে ঘরে ফিরবেন। সেই বিশ্বজয়ীর আবির্ভাবতো ঘটলোই এ দেশে। তিনি আমাদের জন্য নিয়ে এলেন বিশ্ব-শান্তির স্বীকৃতি।

পেটে ক্ষুধা না থাকলে মানুষ অশান্তি সৃষ্টি করে না। প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয় না ঘটলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এর চেয়ে বড় সত্যি আর নেই। সৌদি আরব, আরব আমীরাত, কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে রাজতন্ত্রের খড়গ সদা সর্বদা দন্ডায়মান, সেইসব দেশেও তেমন কোন অশান্তি নেই। এর কারণ কি? কারণ একটাই, ওদের পেটে ক্ষুধা নেই। রাজতন্ত্রের শাসক-শোষকগণ তাদের প্রজাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতে পেরেছেন বলেই তারা মহাশান্তিতে রাজাগিরী করে যেতে পারছেন। আমাদের ড. ইউনুস শান্তি প্রতিষ্ঠার এই সারমর্মটি খুব কম বয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন। বোঝেন আরো অনেকেই কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এই জনপদের ক্ষুধার্ত মানুষের পেটের আগুন নেভাতে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে এগুননি তেমন কেউ। জোবরা গ্রামে প্রোথিত শান্তির শেকড় ত্রিশ বছরে এক মহীরুহ

বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সেই শান্তিবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে ৭৬ লক্ষ পরিবার। শুধু কি তাই, এই লোভনীয় শান্তিবৃক্ষের ডালে কলম কেটে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের মানুষেরা। সেই শান্তিবৃক্ষ, গ্রামীণ ব্যাংক এখন ছায়া দিচ্ছে বিশ্বময়। আমি যখন যুদ্ধের দ্রোহে পোড়া কসোভো নামের এক বন্ধভূমিতে জাতিসংঘের নীল পতাকা হাতে শান্তি প্রতীষ্ঠায় অংশ নিতে কাটিয়েছি তিনটি বছর, ওখানেও দেখেছি ড. ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংক অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে দারিদ্র বিমোচনে।

সেই গ্রামীণ ব্যাংক আজ আমাদের জন্য বয়ে এনেছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি বাঙালীরাও পারে। আমরা কেবল তলাবিহীন বুড়ির জাতিই না, আমরা কেবল জনসংখ্যা ও দুর্নীতিতেই চ্যাম্পিয়ন হতে জানি না, আমরা ভালো কাজেও বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে জানি। এটা আজ আর কোন বাগারষড় নয়, এ এক নিরোট সত্য। যে কোন স্বীকৃতিই দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দেয়। নোবেল প্রাইজ শুধু গ্রামীণ ব্যাংক বা ড. ইউনুসের নয়, গোটা বাঙালী জাতির দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দিয়েছে। একটি জাতির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে রাজনীতিবিদগণ। ইউনুসের নোবেল আমাদের রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুন। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে আমাদের রাজনীতিবিদদের সাম্প্রতিক বালখিল্যতা সেই দায়িত্ববোধের প্রতি তুলে ধরা এক নির্মম বুড়ো আঙুল ছাড়া আর কিছুই না।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৮ নভেম্বর, ২০০৬